মিত্র অগ্রে প্রেরিত হইয়া যদিও সম্ভ্রম পূর্ব্বক সদুপায় করিয়াছিলেন তথাপি তিনি দেবীকুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন এবং নিকটস্থ লোকেরাও তাঁহার কার্য্যের দোষ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন তৎপরে দেবীকুমার অত্যন্ত সাহসিক রূপে কামক্ষেত্র নামক রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে২ নিশ্চয় বিশ্বাস হইল পৃথিবীর মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং রাজকন্যার পরিচারিকা সকল যাহা শ্রবণ করায় তাহাই সত্য মানিতেন, আত্মীয় ভৃত্যাদির পরামর্শ কুপরামর্শ ভাবিতেন, কিন্তু এই অভিমান প্রযুক্তই দেবীকুমার বহুকাল সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিলেন না, এক সময়ে সাহস পূর্ব্বক রাজকন্যাকে রথারূঢ়া করিয়া ছদ্মবেশে রাজধানী ভ্রমণ করিতেছিলেন এই সময়ে রাজকীয় সেনা সকল সন্ধান পাইয়া চতুর্দ্দিগে স্যন্দন বেষ্টন পূর্ব্বক রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিল এবং অশ্বরথ সারথিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেবীকুমারকে সাংঘাতিক প্রহার পূর্ব্বক বিচার কর্ত্তার নিকট লইয়া গেল, তৎপরে বিচার কর্ত্তা দেখিলেন লম্পট স্বভাব দেবীকুমার অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছেন এই কারণ উক্ত দোষের উচিত প্রকার দণ্ড প্রদানার্থ কারাবরুদ্ধ করিলেন, অতএব হে রাজকুমার, তোমার যখন যে কার্য্য করিতে হইবেক নিকটস্থ লোকেরদের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করিবা, বান্ধব গণের পরামর্শ অবহেলন সর্ব্বদা দূষণ ভূষণ হয়,

অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন “ সুহৃদাং হিতকামানাং যো বাক্যং নাভিনন্দতি। স কূর্ম্ম ইব দুর্ব্বুদ্ধিঃ কাষ্ঠাদ্ভ্রষ্টো বিনশ্যতি„ অর্থাৎ হিতাভিলাষি বান্ধবগণের বাক্যে যে আনন্দিত না হয় সে কাষ্ঠ হইতে পতিত দুর্ব্বুদ্ধি কূর্ম্মের ন্যায় বিনাশ পায়।

এক সময়ে হরিহরাচার্য্য বিরলে বাক্যালাপ কালীন কহিলেন, হে রাজকিশোর মলয়দেব, এইক্ষণে দয়ার প্রসঙ্গ বলিতে বাসনা করি তুমি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর, অন্যের দুঃখ পরিহার জন্য যে ইচ্ছা পণ্ডিতেরা তাহাকেই দয়া কহিয়াছেন সেই দয়া সকল মনুষ্যেতেই স্বাভাবিক বর্ত্তিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইযে কোন লোকের দুঃখ দেখিলে সকল মনুষ্যই তাহাতে খেদ প্রকাশ করেন বিশেষতঃ সাধুলোকেরা পরদুঃখ দর্শন মাত্রই তাহার পরিহার বিষয়ে যত্নশীল হয়েন, পণ্ডিতেরা স্ব২ বুদ্ধিতে এই বিবেচনা করেন যখন দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রতিদণ্ডে অন্যের দয়া প্রার্থনীয়া হইয়াছে তখন পর দুঃখ পরিহার জন্য দয়া প্রকাশ করণও জীবের স্বাভাবিক বলিতে হইবেক অতএব জ্ঞানিলোকেরা অন্যের দুঃখ দর্শন মাত্রই তাহা নিবারণের উপায় দেখেন এবং সেই দয়াশীলত্ব স্বভাব প্রযুক্তই তাঁহারা পৃথিবীর প্রিয়পাত্র হইতে

ছেন, হে রাজকুমার, ইহার এক ইতিহাস বলিতেছি কর্ণবিবরে স্থান প্রদান কর।

চন্দ্রপ্রভা নদীতীরে জয়দত্ত নামে এক নৃপতি ছিলেন এই ক্ষিতিপাল স্বধীন সাম্রাজ্য কালে অস্ত্রবল প্রতাপে ধরাতল বশীভূত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন, জয়দত্ত ভূপাল কেবল রক্তারক্তীব্যাপারেতেই অনুরক্ত ছিলেন, রাজ নিয়মা নুসারে প্রজাপালনে কিরূপ কর্ত্তব্য তাহা জানিতেন না, বিশেষতঃ প্রজার সুখের প্রতি জয়দত্তের আত্যন্তিক অসূয়াছিল,কোন প্রজা পারিশ্রমিক উপার্জ্জন দ্বারাও যদ্যপি কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন তথাচ পরবৃদ্ধিকাতর নৃপতি শ্রবণ মাত্রই সে প্রজাকে রাজ সভায় আনয়ন করিয়া কহিতেন তোমার যে ঐশ্বর্য্য হইয়াছে তাহা অবিলম্বে রাজভাণ্ডারে অর্পণ কর নতুবা সৈন্য দ্বারা তাবৎ লুণ্ঠন করিয়া তোমাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ রাখিব এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ জন্য অন্যের প্রতি যে কিপর্য্যন্ত অন্যায় করিতেন তাহা কথনীয় নহে এই সকল কারণে সাধারণ প্রজারা ও প্রতিবাসি রাজারা জয়দত্তকে সর্ব্বক্ষণ রাগচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন কিন্তু করুণাসিন্ধু নামে যে মন্ত্রী ছিলেন তাঁহাকে যথার্থই করুণাসিন্ধু বলিতে হয়, ভূপতি অন্যায় পূর্ব্বক যাহাঁর দিগকে কাবারুদ্ধ করিতেন করুণাসিন্ধু তাঁহার দিগকে বদ্ধস্থানেও সুখে রাখিতেন ঐ দয়াশীল মন্ত্রী কারারুদ্ধ লোক দিগের বাসার্থ কারা প্রাচীর মধ্যে বাসাগার নির্ম্মাণ

করাইয়াছিলেন তাহাতে কারাবাসি লোকেরা সুখেবাস করিয়া প্রতিদিন মন্ত্রিকে আশীর্ব্বাদ করিত এবং সৈন্যদিগের বিষয়ে করুণাসিন্ধু এতাদৃক সদ্বিবেচনা করিতেছিলেন তাহারা প্রতি কার্য্যেতেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রির প্রতি সন্তুষ্ট থাকিত আর জয়দত্ত কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিবেন এবিষয় জানিতে পারিলে করুণাসিন্ধু অগ্রেই সে প্রজাকে সাবধান করিতেন, এই সকল গুণে সেনাপতি সকল ও সন্নিহিত স্থিত ভূপালগণ এবং সাধারণ প্রাজারা মন্ত্রিকে ধন্য২ কহিতেন, এইরূপে বহুকাল গতে এক সময়ে জয়দত্ত রাজা স্বীয় রাজধানী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ কারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন কারারুদ্ধ লোক লকল অতি মনোহর অট্টালিকাতে সুখবাস করিতেছে এবং তিনি যাহারদিগকে শৃঙ্খল বন্ধনে রাখিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারাও বিনা শৃঙ্খলে রহিয়াছে পরে ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় কারারুদ্ধ লোকেরা কহিল, হে প্রবল প্রতাপ মহীপাল, দীন দয়াসিন্ধু করুণাসিন্ধু মন্ত্রি মহাশয় কারাগার বাসি দীনগণের বাসার্থ এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি প্রকারে করুণাসিন্ধুর গুণগণ বিস্তারিত রূপে কথিত হইলে অভাজন রাজা লোহিত লোচনে সমীপস্থ প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন, অরে অনুচর সকল, করুণাসিন্ধু মন্ত্রী অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়াছে, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন কারি মন্ত্রিকে অতি ত্বরায়

আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ক্রোধের পতিতোষ করিব, ব্যবস্থা বর্জ্জিত রাজার এইরূপ সকোপ বাক্যে সহচর সকল ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল উপায় কি, রাজা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইক্ষণে মন্ত্রিকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, এই সময়ে কোন ব্যক্তি গোপনভাবে রাজমন্ত্রির নিকট গমন করিয়া রোদন করিতে২ করুণাসিন্ধুকেএই কুসম্বাদ কহিল তাহাতে রাজমন্ত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া স্বীয় বাটীর দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া বিরল স্থানে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন তৎপরে রাজদূতেরা ঐ মন্ত্রির বাটীতে যাইয়া দেখিল করুণাসিন্ধু পলায়ন করিয়াছেন, অতএব রাজসমীপে প্রত্যা গত হইয়া কহিল, হে ভূপাল, আমরা মন্ত্রির অন্বেষণ করিতে পারিলাম না, তিনি পলায়ন করিয়াছেন, তাহারা ভাবিয়া ছিল রাজমন্ত্রির পলায়ন শ্রবণে রাজা ক্ষান্ত হইবেন কিন্তু তা হাতে বিপরীত হইল তৎক্ষণাৎ নৃপতি সেনাপতি সকলকে চতু রঙ্গিণী সেনা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং সন্নদ্ধ হইয়া রাজমন্ত্রির বাসস্থান বেষ্টনার্থ যাত্রা করিলেন, জয়দন্তের এই অত্যাচার সময়ে রাজ্যের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল, সর্ব্বসাধারণ লোকেরা শ্রবণ করিলেন রাজা করুণাসি ন্ধুর বধার্থ উদ্যত হইয়াছেন অতএব সাধারণ প্রজা গণ সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিবাসি রাজা সকল রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করিলেন এবং সেনাপতিরাও তাঁহারদিগের সহকারী হইয়া সকলেই রাজমন্ত্রির সপক্ষ হইলেন পরে রাগোন্মত্ত জয়দত্ত মন্ত্রি পুরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অস্ত্র শস্ত্রধারি লোক সকল চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতেছে এবং যে সকল রাজারা নত শিরা হইয়া জয়দত্তকে প্রণাম করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন, রাজা এই সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন ইহার কারণ কি, আমি রাজ্যপাল, প্রজা সকল আমার অধীন, তাহারা কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া করুণাসিন্ধুর সপক্ষ হইল অত এব ইহাতে অবশ্যই গুপ্তহেতু থাকিবে কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গুণাচার্য্য নামক গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কহিলেন, হে রাজন, পৃথিবীর শাসন কর্ত্তা হইলেই যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রিয় হইতে পারেন এমত নহে এই প্রজা সকল কেবল দুর্জ্জন বলিয়া তোমাকে ভয় করে, তোমার প্রতি কেহ স্নেহ করে না, যাহার শরীরে দয়া নাই সেপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে পারে না, পণ্ডিতেরা দয়াবান পুরুষকেই পুরুষোত্তম কহিয়াছেন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই, তুমি রাজা, তথাচ সাধারণ লোকেরা তোমাকে উত্তম জ্ঞান করেননা আর মন্ত্রী তোমার আজ্ঞানুচর, তথাপি তাবল্লোক ধনপ্রাণ পরিত্যাগ স্বীকারে তোমার বিপক্ষে মন্ত্রি পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, জয়দত্ত রাজা গুরুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন তাবতের প্রতি দয়া

বিতরণ করিবেন, এবং কিঞ্চিৎকাল পরেই প্রজামণ্ডলে প্র কাশ হইল ঐ নৃপতি সুমতি হইয়াছেন,অতএব হে রাজকুমার, দয়া হইতে কি না হয়,দয়া হইতেই যশঃ, কীর্ত্তি,ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়, পরে করুণাসিন্ধু রক্ষা পাইলেন এবং তাঁহার দয়ার সুফল দর্শনেতেই নির্দ্দয় রাজা কুস্বভাব পরিত্যাগ করিলেন, অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "মাংস মূত্র পুরীষাস্থি নির্ম্মিতে চ কলেবরে। বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃপালয় মিত্র মে,, অর্থাৎ মাংসও প্রস্রাব এবং বিষ্ঠা অস্থি প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত যে অনিত্য শরীর, হে মিত্র, তাহার প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশঃ প্রতিপালন কর।

হে মহীপাল নন্দন, দয়ার প্রশংসাবর্ণন সমাপ্ত হইল এই ক্ষণে নির্দ্দয়ত্বের নিন্দা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহি, অনুভব হয় ইহাও তোমার শ্রদ্ধাযোগ্য হইবে, জীব সকল যদ্যপি অশেষ গুণশালী হয়েন তথাপি এক নির্দ্দয়ত্ব স্বরূপ দুর্গুণত্বদোষ তাঁহারদিগের গুণ গণকে আচ্ছন্ন করিয়া উচ্ছন্নের কারণ হয়, ইহার প্রমাণ দেখুন, দয়াবিহীন জীবগণ কাহারো দয়ার পাত্র হইতে পারেন না এবং নির্দ্দয় লোকেরা নানাবিধ বৈধ সৎকার্য্য করিলেও অনিবার্য্য নির্দ্দয়ত্ব রূপ দুর্গুণত্ব তাবৎ সৎকর্ম্মকে প্রচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজমান হয়, যেমন মনুষ্যাদি জীব জঙ্গম জল স্থলাদি সর্ব্ব শীতলকারি হিমকর গগণ মণ্ডলে উদিত হইয়া

ধরণী মণ্ডল উজ্জ্বল করিতেছেন তথাচ তাঁহার ক্রোড়স্থ মৃগ চিহ্ন স্বরূপ নিন্দিত গুণ এতাদৃশ সমূহ গুণনাথ নিশানাথকে ও নিন্দিত করে সেইরূপ এবং সকল জীবের মধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে নির্দ্দয় জীব সকল সকলের হিংসার পাত্র হয় যেহেতু দস্যু ব্যাঘ্র শ্যেনপক্ষি কুম্ভীরাদি দর্শন মাত্রই সকলে তাহার দিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পান অতএব, হে রাজকুমার, নির্দ্দয়ত্ব দোষ প্রায় সর্ব্বস্থলে বিনাশের হেতু হয় ইহার উদাহরণ শ্রবণ কর।

গম্ভীর বেগানদী বেষ্টিত মালূর নামে এক মহারাজ্য ছিল গম্ভীর সিংহ নামক রাজা তথায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজা শাসন করিতেন, সে দেশে ভূমির উপস্বত্ব প্রমাণে ভূস্বামী রাজস্ব লইতেন না, শাসন কর্ত্তারা পূর্ব্বাবধি ভূমি সকল সাধারণ স্বত্বাধিকার বলিয়া তাহার কর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রজারা বাণিজ্য রাজকার্য্য পরিশ্রমাদি দ্বারা সম্বৎসর ব্যাপিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহার পঞ্চমাংশ রাজকর প্রদান করিতে হইত, এই নিয়মে ভারাক্রান্ত হইয়া মালূর দেশীয় সাধারণ লোকেরা পরামর্শ করিলেন ভূপতিরা অতি অন্যায় রূপে উক্ত প্রকার করস্থাপন করিয়াছেন অতএব সকল প্রজা একত্র হইয়া ভূপালের নিকট নিবেদন করা যাউক আমরা এই রাজস্ব ভারে নিঃস্ব হইতেছি ধরণীপতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দিগের উপর অন্য প্রকার কর নির্দ্ধারণ করেন, এই পরামর্শ

নিশ্চয় করিয়া সাধারণ প্রজারা নৃপসমীপে উক্ত প্রকার নিবেদন করিলেন এবং মন্ত্রিরাও তাহাতে প্রজা পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজা কোন প্রকারেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি কহিলেন আমার দিগের কুলতিলক প্রাচীন পুরুষেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন আমি তদ্বর্ত্ম পরিবর্ত্ত করিতে পারিনা, প্রজাগণের বার্ষিক লাভের পঞ্চমাংশ ভূস্বামির যথার্থ প্রাপ্য অতএব তাহা আমার বৃত্তি স্বরূপ, যে রূপে হয় অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিব, মহারাজের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে প্রজা সকল বিবেচনা করিলেন এ ভূপাল প্রজাকুল প্রতিপালক নহেন, ইনি প্রজাকুল নির্ম্মূল করিয়া স্বীয় সুখের অভিলাষ করেন কিন্তু আমরা ইহাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ নহি, এই বলিয়া তাবৎ প্রজা এক বাক্য হইয়া নিয়মিত কর প্রদান রহিত করিলেন পরে গম্ভীর সিংহ শুনিলেন প্রজা সকল রাজস্ব দান রহিত করিয়াছেন অতএব রাগান্ধ হইয়া প্রতিগ্রামস্থ প্রজাবর্গকে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এই ঘটনাতে মালুর দেশে ঘোরতর বিলাপ কর ব্যাপার উপস্থিত হইল, নির্দ্দয় রাজা প্রজার উপর বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে বালক বৃদ্ধ বনিতাদি বিবেচনা রহিলনা, রাজ দূতেরা যাহাকে পায় তাহাকেই রাজ সন্নিধানে আনয়ন করে এবং ঐশ্বর্য্য মদমত্ত রাজা কতক লোকের মস্তক মুণ্ডন, কতকের বা কর্ণনাসাচ্ছেদন, কতক

ব্যক্তির শিরঃ কর্ত্তন এবং করাত দ্বারা শরীর বিদারণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রাণ দণ্ড ইত্যাদি প্রকার ভয়ানক যথেষ্টাচার করিতে লাগিলেন, রাজ্যের মধ্যে এইরূপ রাজ কোপাধীন মহামারী উপস্থিত হইবায় বহুতর প্রজা পুত্র কলত্রাদি সহিত গৌরব গিরি নামক পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন ঐ পর্ব্বত কৃপার্ণব রাজার অধিকৃত ছিল, তাহার শৃঙ্গোপরি কৃপার্ণব নৃপতি এক স্বর্ণদুর্গ করেন ঐ দুর্গ সমীপে লোক শ্রেণী সমাগত হইয়া কোলাহল শব্দে কৃপার্ণব নৃপতির নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কৃপার্ণব রাজা ভয়ানক বিলাপ নাদ শ্রবণ করিয়া দূত দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন দুর্গ সন্নিধানে মহা জনতা করিয়া লোক সকল কি কারণ পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছেন তাহাতে ঐ লোক সমূহ গম্ভীর সিংহের অত্যাচার বিষয়ক তাবৎ বৃত্তান্ত কৃপার্ণব রাজার কর্ণগোচর করিলেন, তৎ সময়ে মহারাজ রাজ সভাতে উপবিষ্ট ছিলেন, দূতদ্বারা উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন এ কি আশ্চর্য্য, পরমেশ্বর প্রজাপালনার্থ নৃপতি সকলকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, রাজপুরুষদিগের নিকট তাঁহার প্রজা সকলকে দান বিক্রয় করেন নাই, যখন যাঁহার প্রতি শাসনীয় ভারার্পণ হয় তখন তিনি যথা যোগ্য কর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজা প্রতিপালন করেন, এ রাজা ঐশ্বর্য্য মদে উন্মত্ত হইয়া সৃষ্টি কর্ত্তার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন ইহাতে বোধ হয় পরমেশ্বর স্বদত্ত সিংহাসনে অগৌণে ব্যক্তি বিশেষকে সংস্থা

পন করিবেন, যাহা হউক, রক্ষাকারি পরিহীন এই লোকারণ্য সন্নিধিস্থ হইয়াছে ইহারদিগের অরাজক বিপদ সময়ে যদ্যপি আমি অনুকূল না হই তবে পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রতিকূল হইবেন অতএব এই রোরুদ্যমান লোক সকলের ধন প্রাণরক্ষা জন্য গম্ভীর সিংহের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে হইল, কৃপার্ণব ধরণীনাথ প্রজা দিগের স্বত্বাধিকারাদি রক্ষা জন্য আলোচনা করিয়া সহসা চতুরঙ্গিণী সেনা সহিত মালূর দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং ঐ খিদ্যমান লোক সকলকে উচ্চস্বরে কহিলেন তোমার দিগের ভয় নাই আমার সহিত আগমন কর, রাজাত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবা, অনুপযুক্ত শাসন কারি দুরাচার গম্ভীর সিংহের প্রতি পরমেশ্বর বিরূপ হইয়াছেন তোমরা আমার সৈন্য শ্রেণীর পৃষ্ঠ রক্ষক হইয়া মালূর দেশে আইস, কৃপার্ণব রাজা ভয়াকুল প্রজা সকলকে অভয় প্রদান করিয়া মালূরীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এই সময়ে রথ চক্র ঘর্ঘরস্বান ঘোটক সমূহের পাদক্ষেপ সৈন্য বর্গের ধনুষ্টঙ্কার মল্লদিগের বাহুস্ফোট মিশ্রিত মহাশঙ্খ নাদে মালূর দেশ কম্পায়মান হইতে লাগিল এবং অশ্ব চরণাঘাতে উড্ডীয়মান ধূলিপটলে গগণ মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল অনন্তর গম্ভীর সিংহ শ্রবণ করিলেন কৃপার্ণব নামক সার্ব্ব ভৌম তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ আসিয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছেন এবং রাজ মন্ত্রিরা কহিলেন, হে নৃপতে, আমরা পূর্ব্বেই গোচর

করিয়া ছিলাম পুত্র প্রায় প্রতিপাল্য প্রজাবর্গের অন্তঃপীড়া কারি যে নরবর তাঁহার সিংহাসন চিরস্থায়ী হয় না, সংপ্রতি মহাধনুর্ধর কৃপার্ণব রাজা রণস্থলে আহ্বান করিতেছেন ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি স্থির করিলেন, গম্ভীর সিংহ নৃপতি রাগান্ধতা প্রযুক্ত প্রজ্ঞা শূন্য হইয়াছেন রাজলক্ষ্মীর সহচরী নম্রতা তৎকালীন তাঁহার নিকটস্থা হইতে পারিলেন না সুতরাং শত্রু সমবধানে উগ্রস্বভাবের যে কার্য্য তাহাই ঘটিল অর্থাৎ গম্ভীর সিংহ তৎক্ষণাৎ সৈন্য সহিত শঙ্খনাদ পূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইলেন ইহাতে কৃপার্ণব নৃপতির সহিত সপ্তাহ ব্যাপক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না মহাবল পরাক্রান্ত কৃপার্ণবীয় সৈন্য হস্তে গম্ভীর সিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কৃপার্ণব মহীপতি মালুর বাসি প্রজাকুলের শান্তিরক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হইলেন, হে নৃপতি নন্দন, নির্দয়ত্ব স্বরূপ দুর্গুণত্ববশে গম্ভীর সিংহ এইরূপে নষ্ট হইয়া ছিলেন অতএব আত্মহিতার্থি লোকেরা ঐ দুর্গুণকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, এতাদৃশ বিষয়ে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন,, "তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নিজবল্লভাৎ। নৃপতির্নিজ লোভাচ্চ প্রজারক্ষেৎ পিতেবহি,, অর্থাৎ তস্কর, রাজভৃত্য, শত্রু, রাজার প্রিয়লোক, রাজলোভ এই সকল হইতে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন।

হে রাজকুমার মলয়দেব, তোমার পিতা প্রকৃত রাজধর্ম্মানুসারেই রাজ্য শাসন করিতেছেন তথাচ রাজ্যপাল দিগের নিয়ত ব্যবহার্য্য এক নিয়ম প্রসঙ্গ শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা করি আমার কথায় শ্রুতিপাত করিবেন, রাজা সকল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া নীতি ব্যবহার কার্য্যাকার্য্য দৃষ্টি করিতেযান না, প্রজা দিগের বিষয় শ্রবণ করিয়া বিচার করেন, পরমেশ্বর নৃপতি দিগের কর্ণকেই চক্ষুঃ স্বরূপ করিয়াছেন যেহেতু কর্ণ দ্বারাই তাঁহারদিগের পৃথিবী দর্শন হয়, অতএব পণ্ডিতেরা কহেন পরমেশ্বর যাহাঁরদিগের শ্রবণ বিবরে চক্ষের কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা অতি সাবধানতা পূর্ব্বক শ্রুত বিষয় বিবেচনা করিবেন, রাজবদনে গরল সুধা দুই একত্র স্থাপিত হইয়াছে, কেহবা রাজাজ্ঞায় সুধাভিষিক্ত হইয়া প্রাণ প্রাপ্ত হয়, কেহবা রাজাজ্ঞারূপ হলাহল জ্বালায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে অতএব কোন বিষয় শ্রবণ প্রবিষ্ট হইলে তাহার সত্যাসত্য পক্ষ দ্বয় রাজ পুরুষ দিগের সমান রূপে বিবেচনা করিতে হয় তাহাতে যদি কোন সন্দেহ জন্মে সূক্ষ্ম সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ গোপন ভাবে মধ্যস্থ দ্বারা সন্ধান পূর্ব্বক তাহার যথার্থ নিশ্চয় করিবেন কিন্তু বাদিপ্রতিবাদির একের অসাক্ষাতে অপরের মুখে কোন বিষয় শ্রবণ উপযুক্ত নহে তাহা হইলে রাজার মন এক পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্য পক্ষের ন্যায়বল থাকিলেও অন্যায়

দৃষ্টি করায় এবং সেই অন্যায় দৃষ্টি কেবল প্রজার অনিষ্টের আমূল হয় এমত নহে নৃপতিকে ও পাপাশ্রিত করিয়া তাঁহার অখ্যাতিকে ধরণী ব্যাপ্তা করে অতএব নৃপতিরা একের মুখে অন্যের দোষ শ্রবণ মাত্রই তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না যদি করেন তবে অন্যায় রূপে দণ্ডকারিত্ব দোষে আপনারাও বিপদে পতিত হয়েন।

পুণ্যগর্ভা নদীতীরে তার্ণখাত নামে এক দেশ ছিল তাহাতে পূর্ব্বকালে অতিসামান্য লোকেরা বসতি করিত ঐ লোক সকল বিশেষ পরাক্রম শীল বা ধনবান ছিলনা এজন্য অন্যান্য দেশীয় লোকেরা তাহার দিগকে জানিতেন না, বহু কাল পরে তার্ণখাত নামক দেশে বিশ্বাসেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হইলেন ঐ মনুষ্য বিদ্যা বিষয়ে উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই যেহেতু তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন অর্থব্যয় করিয়া বিশ্বাসেন্দ্রকে শিক্ষা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই কিন্তু বিশ্বাসেন্দ্র কি রূপে ধনবান হইবেন যুব কালাবধি সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন তাহাতে বুদ্ধি চাতুর্য্যে কতক ধন সংগৃহীত হইলে তাঁহার অভিলাষ হইল ভূম্যধিকারী হইবেন অতএব কাপট্যাদি দ্বারা তাহাও করিলেন, প্রথমত অর্থ দ্বারা কতক ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া শেষ মহা সাহসিকত্ব রূপে দুর্ব্বল ব্যক্তি বর্গের ভূম্যধিকারাদি বলপূর্ব্বকাপহরণ করিতে লাগিলেন এই রূপে তার্ণখাত নামক দেশ বিশ্বাসেন্দ্র নামা

ক্ষুদ্র ভূস্বামির প্রতাপে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইল এবং দেশীয় প্রধান লোকেরাও বিশ্বাসেন্দ্রকে এক জন সম্ভ্রান্ত রাজা বলিয়া জ্ঞান করিলেন তৎপরে বিশ্বাসেন্দ্র জানিলেন স্বদেশীয় মান্য লোকেরা তাঁহার সমাদর করিতেছেন অতএব আপনার ধার্ম্মিকতা প্রচার করণার্থ নানা স্থানে দেবালয় সংস্থাপন করিলেন এবং ব্যবস্থাদায়ক বহুতর পণ্ডিত রাখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিয়ৎকাল পরে স্বপুত্র ভ্রাতৃপুত্রদিকে রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে ঐ যুব পুত্রাদির হস্তে তাঁহার সকল বিষয় পতিত হইল এবং তাঁহারদিগের আধিপত্য দেখিয়া বিশ্বাসেন্দ্রের ভবনে দুষ্ট লোকেরদের সমাগম হইতে লাগিল, ক্রূর কর্ম্মা লোকেরদের যেরূপ স্বভাব পরস্পর বন্ধু বিচ্ছেদ করিয়া অর্থ হরণ করে ঐ সকল দুষ্টলোকেরা বিশ্বাসেন্দ্রের যুব পুত্রদিগকে সেই রূপ বন্ধু বিচ্ছেদের নানা কুপরামর্শই বলিতেছিল তাহাতে কিঞ্চিৎকাল পরেই যুবগণের মধ্যে পরস্পর মনোভঙ্গ হইল ইহাতে বিশ্বাসেন্দ্রের প্রচীন মন্ত্রিরা বিপদ ঘটনা দেখিয়া উভয় পক্ষেই নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বয়োধর্ম্ম সাধর্ম্ম্যে উন্মত্ত যুবগণ মন্ত্রিদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দুষ্ট লোকেরদের কথানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ অন্তঃক্রূর মিষ্টভাষি ধনাভিলাষিরা প্রাচীন প্রাচীন মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে নানারূপ দোষোল্লাস করিবায় যুব স্বামিরা মন্ত্রিবর্গের প্রতিও বিরক্ত হইলেন

তাহাতে মন্ত্রিগণের কোন কথাই রহিল না এবং মান্ত্ররা যথার্থ দোষী কিনা ইহা বিচার না করিয়া দুষ্ট লোকেরদের বাক্য শ্রবণ মাত্রই তাঁহার দিগকে পদচ্যুত করিলেন পরে মন্ত্রিরা দেখিলেন বিবেচনা হীন যুবগণ মন্দলোকের পরামর্শানুবন্ধী হইয়াছেন ইহাঁর দিগের নিকট মান্য লোকেরদের সম্মান রক্ষা হইবেক না অতএব তাঁহার দিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন তৎপরেই যুবারা কুমন্ত্রি দিগের চক্রান্তে পড়িয়া স্বগৃহে পরস্পর বিবাদারম্ভ করিলেন এবং সেই বিবাদ ভঞ্জনার্থে প্রধান রাজবিচার আশ্রয় করিতে হইল সে দেশীয় মণ্ডলেশ্বর অধীন রাজবর্গের আন্তরিক বিবাদ শ্রবণ মাত্রই আনন্দিত হইতেন, তাহার কারণ এই যে বিবাদ ভঞ্জন প্রণালী দ্বারা অধীন রাজগণের তাবৎ সম্পত্তি প্রধান রাজভাণ্ডারে প্রবেশ করাইতেন অতএব মণ্ডলেশ্বর অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ যুবগণের বিবাদ ভঞ্জনার্থে বিচার করিতে লাগিলেন তাহাতে যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসেন্দ্রের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সম্পর্ক ছিল তাবৎ পর্য্যন্ত রাজ দ্বারে বিচার উত্তম রূপেই চলিল কিন্তু অর্থ নিঃশেষ হইলেই রাজ দ্বারে বিচার সমাপ্ত হইল এবং বিশ্বাসেন্দ্র ভূম্যধিকারাদি যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তাহা সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ যুবারা ক্লেশে পতিত হইলেন তৎপরে দুষ্টলোকেরা যখন দেখিল যুবগণের ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে তখন তাহারা একাদিক্রমে স্বঃস্থানে

প্রস্থান করিল সেই সময়ে যুবারা জানিতে পারিলেন কপট বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক বিশ্বাস পাত্র মন্ত্রিগণকে অন্যায় বলে পদচ্যুত করিয়াছেন, হে ভূপতিনন্দন, কেবল পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া যদি রাজারা কর্ম্ম করেন তবে তাঁহারদিগের বিপদ এই রূপ জানিবা অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "স স্নিগ্ধোঽকুশলান্নিবারয়তি যস্তৎ কর্ম্ম যন্নির্ম্মলং সা স্ত্রী যানুবিধায়িনী স মতিমান্ যঃ সদ্ভিরভ্যর্চ্চ্যতে। সা শ্রী র্যা ন মদং করোতি স সুখী যস্তৃষ্ণয়া মুচ্যতে তন্মিত্রং যদকৃত্রিমং স পুরুষো যোভিদ্যতে নেন্দ্রিয়ৈঃ" অর্থাৎ অমঙ্গল হইতে যে নিবারণ করে সেই বন্ধু, পবিত্র কর্ম্মই কর্ম্ম, যে স্ত্রী স্বামির অনুগামিনী হয় সেই স্ত্রী, সৎলোকেরা যাহার সমাদর করেন সেই সুবোধ, যে সম্পত্তি মত্ততা না জন্মায় সেই সম্পত্তি, যে ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিই সুখী, কৃত্রিমতা রহিত যে মিত্র সেই মিত্র, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় গণের অধীন হন নাই তিনিই পুরুষ।

হে রাজকুমার, এইক্ষণে বন্ধুতার বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করাই মনোযোগ করিলে সন্তুষ্ট হইব, পরস্পর সমাদর স্নেহাদিপ্রযুক্ত উভয়ের মানসিক মিলনে যে সম্পর্ক জন্মে তাহাকেই বন্ধুতা কহি, সেই বন্ধুত্ব জন্মিলে পর পরস্পর কেহ কাহাকে অবিশ্বাস করেন না, এবং একের দুঃখে অন্যের দুঃখ হয় আর পরস্পর

পরস্পরের ধন ও পুত্র কলত্রাদি পরিবার সকলকে আত্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান করেন, বরঞ্চ স্থল বিশেষে একের প্রাণ বিয়োগ পরিবর্ত্তে অন্য বন্ধু আত্ম প্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্যত হয়েন অতএব বন্ধুত্ব স্বরূপ এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ দ্বারা যদ্যপি সকল মনুষ্য পরস্পর আবদ্ধ থাকেন তবে মর্ত্ত্যলোকাপেক্ষা স্বর্গলোকের অপূর্ব্বত্ব বিষয়ে সন্দেহ, হে রাজকিশোর, ইহার এক ইতিহাস শ্রবণ কর।

পাটিঞ্জর নামক মহারাজ্যে বীরবাহু নামা এক নৃপতি অত্যন্ত দির্দ্দয়তারূপে রাজ্য শাসন করিতেন, এক দিবস ঐ রাজা শান্তিদাস নামক সদাগরকে আনীত করিয়া কহিলেন, শান্তিদাস, আমি শুনিলাম তুমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ অতএব সপ্তাহ পরে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে অদ্য কারাগারে গমন কর, শান্তিদাস ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন এই নিদারুণ রাজা আমাকে যাহা বলিলেন তাহা অবশ্য করিবেন আমার ধনের প্রতি ইহাঁর প্রলোভ হইয়াছে, সম্প্রতি পুত্র কলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করণের উপায় কি, এবং কহিলেন, হে ভূপাল, আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন যথার্থই বিশ্বাস হইল, কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আত্যন্তিক মায়া হইয়াছে আমি তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিয়মিত কালে আপনকার সাক্ষাতে উপস্থিত হইব অতএব অদ্য আমাকে স্বধামে গমন করিতে আজ্ঞা করুন তাহাতে রাজা কহিলেন

অপরাধিকে পরিত্যাগ করণ রাজধর্ম্মের বিপরীত হয়, বিশেষ তুমি প্রাণদণ্ডে নিশ্চিত হইয়াছ এইক্ষণে পরিত্যাগ করিলে নির্ণীত সময়ে প্রত্যাগত হইবা না, ইহাতে শান্তিদাস কহিলেন, হে রাজন্, আমার প্রতিজ্ঞাতে যদি বিশ্বাস না হয় তবে আমি এই বন্ধুকে প্রতিনিধি রাখিতেছি ইহাঁকে কারাগারে রাখুন যদি নিয়মিত কালে আমাকে অপ্রাপ্ত হয়েন তবে আমার পরিবর্ত্তে এই বন্ধুর প্রাণদণ্ড করিবেন তাহাতে মহারাজ শান্তিদাসের পরিবর্ত্তে তাঁহার বন্ধু সত্যদাস নামক ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিলেন পরে শান্তিদাসের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব দিবস রাজা কারাগারে গিয়া সত্যদাসকে কহিলেন তুমি শান্তিদাসের কথায় বিশ্বাস করিয়া বড় নির্ব্বোধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ শান্তিদাসের নিমিত্ত কল্য তুমিই মরিবা,তাহার বাক্যে তোমার কি প্রকারে বিশ্বাস হইল, সে ব্যক্তি কি তোমার জন্য আপন প্রাণ দিতে আসিবে, রাজবাক্য শ্রবণে সত্যদাস হাস্য বদনে কহিলেন, হে প্রভো, আমার বন্ধু কদাচ অবিশ্বাসের কার্য্য করিবেন না তাঁহার অর্থে যদি আমার প্রাণদণ্ড হয় তবে আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, যেহেতু বন্ধু জীবদ্দশায় থাকিলে তাঁহার পরিবারেরা স্বচ্ছন্দ থাকিবেন কিন্তু আমার সৌভাগ্যে তাহা ঘটিবেক না তিনি বলিয়া গিয়াছেন অবশ্যই আসিবেন তাঁহার কথায় আমার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই বরং আমি প্রার্থনা করি এমত কোন বাধা উপস্থিত হউক যেন তিনি

কল্য আসিতেই না পারেন,সত্যদাসের এই সকল কথা শ্রবণে রাজা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন পরে রাত্রি প্রভাতা হইলে সত্যদাসকে কারাগার হইতে আনয়ন করাইয়া কহিলেন এখন কি করিবা, আমি তোমাকে আর ক্ষমা করিতে পারি না, উদ্বন্ধনীয় সন্নিধানে গমন কর, নিশ্চিত সময় উপস্থিত হইল, সত্যদাস কহিলেন, হে রাজ্যেশ্বর, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিতেছি অতি শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ড করুন বিলম্ব করিলে যদি ইহার মধ্যে মিত্র আসিয়া উপস্থিত হয়েন তবে তিনি বাঁচিবেন না, বোধ করি আমি ;যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম পরমেশ্বর তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন কিন্তু এখনও বিশ্বাস নাই যদ্যপি দৈবপ্রতিবন্ধক না হইয়া থাকে তবে বন্ধু অবশ্যই আসিবেন পরে নির্দ্দয় রাজা সত্যদাসকে উদ্বনকাষ্ঠ সমীপে নীত করিলে সত্যদাস ফাঁসীমঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর, আমরা দুই বন্ধু যে প্রকার অভিন্নভাবে তোমার সৃষ্টি মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি এবং বন্ধু আমার প্রতি যাবজ্জীবন যে রূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ঐ মিত্রের প্রাণ বিনিময়ে আমার প্রাণদণ্ড আরাধনীয় জ্ঞান করি,এইক্ষণে তোমার নিকট কেবল প্রার্থনীয় এই যে আমার প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে প্রিয়মিত্র এস্থানে না আইসেন আর আমার প্রাণ বিয়োগ জন্য শোকানলে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ না হয়, এই কথা বলিয়া সত্যদাস

আহ্লাদিত হইয়া স্বহস্তে গলদেশে রজ্জু গ্রহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে জনতা মধ্যে মহা কলরব উপস্থিত হইল তাহার কারণ এই যে শান্তিদাস বেগগামি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক লোক শ্রেণীর মধ্য দিয়া ফাঁসীমঞ্চের অধোভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন এবং বন্ধুর সহিত আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মিত্র, আমি পরমেশ্বরকে লক্ষ২ ধন্যবাদ প্রদান করি, যেহেতু আর ক্ষণমাত্র বাধা না দিয়া মিত্রের শঙ্কটকালে আমাকে এস্থানে উপস্থিত করিয়াছেন তোমার প্রাণদণ্ডের নিমেষ মাত্র অপেক্ষা ছিলনা পরে আমি আসিয়া দেখিতাম তুমি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতেছ তাহাতে পৃথিবীর মধ্যে বন্ধুত্বের উপর সম্পূর্ণ কলঙ্ক হইত এইক্ষণে পরমেশ্বর তোমাকে ঘোর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন, এই কথা বলিয়া শান্তিদাস বন্ধুর গলদেশ হইতে রজ্জু লইয়া স্বীয় গলে বন্ধন করিতে লাগিলেন তাহাতে সত্যদাস অতি বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, হে বন্ধো, তুমি এত ব্যস্ত হইয়া কেন আসিয়াছ ইহাতেই প্রাণদণ্ডে পতিত হইলা এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার পরিবারেরা যখন বিলাপ করিবেন তখন কি এই উত্তর করিয়া তাঁহারদিগকে সান্ত্ব করিব তোমার উদ্বন্ধন মৃত্যু দেখিয়াছি এবং তোমার শোকেতে যখন আমার অন্তর বিদীর্ণ হইবে তখন কি তাহাকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট করিব যে

বন্ধু মরিলেন আমি রক্ষা পাইয়াছি, হায়, আমার চক্ষুর্দ্বয় কেন উৎপাটিত হয় না, আমি বন্ধুকে রক্ষা করিতে পারিলাম না,সত্যদাসের উক্তপ্রকার বিলাপ কলাপ শ্রবণে দৃদৃক্ষু লোক সকল চতুর্দ্দিগে চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন এবং ঐ নির্দ্দয় রাজাও দিব্যচক্ষুঃ হইলেন অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান জন্মিল মনুষ্যের সহিত বন্ধুত্বভাব যে আশ্চর্য্য সুখের কারণ হয় পরমেশ্বর তাঁহাকে সে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছেন অতএব রোদন করিতে২ মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া সত্য দাসকে স্বহস্তে মুক্ত করিলেন এবং দুই জনের পদধূলি ধারণ করিয়া কহিলেন তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, আমি পৃথিবীর মধ্যে অতি দুরাচার নরাকার পশু বিশেষ জন্মিয়াছি, মানব দিগের পরস্পর বন্ধুত্ব যে কিরূপ সম্পর্ক তাহা জানিতে পারি নাই, তোমরা দুইজন বাঁচিয়া থাক, আমি নিশ্চয় জানিলাম ধর্ম্ম আছেন ও ধর্ম্ম স্থাপন কর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন তোমরা ইহা মান্য করিয়াছ, এইক্ষণে প্রার্থনা করি তোমার দিগের যে রূপ বন্ধুত্ব হইয়াছে সকল মনুষ্যের সহিত আমার এইরূপ বন্ধুত্ব হয়, এই সকল কথা বলিয়া রাজা তাঁহারদিগকে বিদায় করিলেন, হে ভূপাল বালক মলয়দেব, মনুষ্যের সহিত পরস্পর বন্ধুত্ব অতি আরাধনীয়, অতএব নীতি শাস্ত্রে লিখি য়াছেন “যানি কানি চ মিত্রাণি কর্ত্তব্যানি শতানি চ। পশ্য মূষিকমিত্রেণ কপোতা মুক্তবন্ধনাঃ„ অর্থাৎ যে কেহ হউক এমত

শত২ মিত্রই করিবে, দৃষ্টি কর, কপোতেরা মূষিককে মিত্র করিয়াছিল এজন্য মিত্র মূষিক তাহারদিগকে বন্ধন মুক্ত করিল।

হে রাজকুমার, এক সময়ে রাজা ভোজনাথ সমীপে এক পণ্ডিত আসিয়া কহিলেন, হে নৃপতে, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যা বিষয়ে জয় প্রাপ্ত হইয়াছি আমার জয়পত্র এই দৃষ্টি করুন, সর্ব্বদেশীয় রাজারা ইহাতে স্ব২ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এইক্ষণে আপনকার সভা জয় করণমাত্র অপেক্ষা, বিচার করণে ইচ্ছা হয় সভাপণ্ডিতেরা অগ্রসর হউন, তাহা না হয় আপনি জয়পত্রে স্বাক্ষর করুন, আমি উভয় পক্ষেই সম্মত আছি, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক সমীপস্থ মাধবাচার্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন তাহাতে অভিপ্রায় বোদ্ধা মাধবাচার্য্য ভোজ ভূপতির মানস বুঝিয়া উপস্থিত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, হে পণ্ডিতবর, আপনি সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়াছেন, আমি আপনকার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি শাস্ত্রেতে অভিমানকে কি বলেন, তাহাতে সমাগত পণ্ডিত সাহসিক রূপে শাস্ত্রীয় বচন সকল আবৃত্তি করিয়া কহিলেন সর্ব্ব শাস্ত্রেতেই অভিমানকে নিন্দনীয় কহিয়াছেন অতএব পণ্ডিতেরা ঘৃণা পূর্ব্বক অভিমানকে পরিত্যাগ করেন তাহাতে মাধবাচার্য্য কহিলেন, আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, সর্ব্ব দেশ বিজয় করিয়া জয় পত্র লইয়াছেন আপনকার অভিমানকে পরা

জয় করিতে পারিয়াছেন কি না, যদি অভিমান পরাজয় হই য়াছে তবে অভিমান বোধক জয়পত্রখানী ছিঁড়িয়া ফেলুন, আর অহঙ্কার পরাজয় করণ অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাকে অগ্রে পরাজয় করুন তৎপরে যদি জয় পত্রে স্বাক্ষর করাইতে অভি লাষ হয় রাজার নিকট আসিবেন,জয়াভিমানিপণ্ডিতবর মাধবা চার্য্যের এই কথা শ্রবণে অধোমুখ হইয়া ক্ষণকাল চিন্তন পর কহিলেন, হে আচার্য্য, আপনি আমার অধ্যাপক হইলেন, আমি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম, এই কথা বলিয়া ঐ জয়পত্র মাধবাচার্য্যের পাদোপান্তে সমর্পণ করিলেন পরে মাধবা চার্য্য মহারাজকে কহিলেন, হে নৃপতে, এই পণ্ডিত মহাশয় অসীম গুণাধার বটেন আপনি ইহাঁর গুণের পারিতোষিক প্রদান করুন, রাজপুরুষেরা যদ্যপি গুণিলোকের গুণমর্য্যাদা না করেন তবে পৃথিবী মধ্যে কেহ গুণাভ্যাসে রত হইবেক না অতএব সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা বিশেষত মহীপতিরা ব্যক্তি দিগের গুণ বিবেচনা করিয়া তাহার উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করেন, হে মহারাজ, ইহার এক নিদর্শন শ্রবণ করুন।

সরোজ নগরে কুমুদনাথ নামে এক রাজা ছিলেন তিনি প্রজা সকলের গুণ বৃদ্ধি নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেন তাঁহার অধিকারের মধ্যে নানাস্থলে বিদ্যালয় ছিল স্বদেশ বিদেশীয় বালক সকল আসিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত, বালক দিগের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয়োপযুক্ত ধন রাজা

দিতেন, তাঁহার নিয়ম ছিল বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়া উত্তীর্ণ পরীক্ষ না হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের বাহির হইতে পারিত না এবং পরীক্ষা দিয়া বহির্গত হইলে যে বালককে যে বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট জানিতেন তাহাকে সেই বিদ্যাসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন ইহাতে সর্ব্বসাধারণ লোক বিশেষত দীন দরিদ্রেরা কুমুদনাথ রাজার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন ইহার কারণ এই যে উপায় বিহীন দীন লোকেরা কুমুদনাথের কৃপাতে বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেন, ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রতি রাজার কেবল অনুরাগ ছিল এমত নহে, তিনি অবকাশ মতে সর্ব্বত্র গমন করিয়া নিরন্তর তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এক সময়ে কুমুদনাথ যুদ্ধ বিদ্যা সুশিক্ষাগারে গমন করিয়া দেখিলেন তত্রস্থ বালকেরা অতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এবং নৃপতির আগমন মাত্রই তাঁহার সাক্ষাতে পরীক্ষা দানার্থ সকল বালক মিলিত হইল ঐ বিদ্যাগারস্থ এক বালকের প্রতি মহারাজ বিশেষতঃ সন্তুষ্ট ছিলেন ঐ শিশু অতি দীন সন্তান কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যাতে এমত নিপুণ হইয়াছিল পাঁচ সহস্র বালকের মধ্যে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইত এবং যে২ সময়ে মহারাজ বিদ্যালয়ে গমন করিতেন তাহাতে ঐ বালক সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ভূপতিকে প্রণাম করিয়া সৈন্যবেশে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত কিন্তু সে দিবস দেখিলেন বামদেব নামা ঐ বালক রাজ সমীপে আগমন করে নাই,

অতএব রাজা তাহার অন্বেষণার্থ বিদ্যাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন বামদেব নিদ্রিত হইয়াছে এবং তাহার কটি বন্ধন বস্ত্রেতে একখানী পত্র অর্দ্ধ বাহির হইয়া রহিয়াছে পরে ভূপতি ঐ পত্রখানী হস্তে লইয়া পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন তাহা বামদেবের মাতা লিখিয়াছে, তাহাতে এই পাঠ লিখিত ছিল "অরে সন্তান তুমি রাজার নিটক আত্মোদর প্রতিপালন যোগ্য যাহা পাইয়া থাক আপন আহার সংকোচ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ২ রাখিয়া আমার জন্য পাঠাইয়াছ তুমি শিশু তথাচ গর্ব্ভধারিণীর প্রতি যে এরূপ স্নেহ আছে ইহাতে আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং তোমার ব্যবহার দৃষ্টে আমার গর্ব্ভকেও ধন্য বলি যেহেতু রত্ন ধারণ করিয়াছিল এই রত্ন হইতে পৃথিবী উপকৃতা হইবেন পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি দুঃখিনী সতত আশা করি তোমা হইতে দুঃখ মোচন হইবেক অতএব তুমি যাঁহার কৃপাতে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছ কায়মনোবাক্যে সেই রাজাধিরাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবা,, মহারাজ এই পত্র পাঠ করিয়া বামদেবের কটিবন্ধন বস্ত্রেতে স্বহস্তস্থিত অঙ্গুরী সহিত বন্ধন পূর্ব্বক অন্যগৃহে গিয়া উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন তাহাতে বামদেব অতি ব্যস্ত হইয়া রাজার নিকট আসিয়া ভূপতিকে প্রণাম করিল এবং কহিল, হে দীনপাল, অদ্য আমি কৃতাপরাধ হইয়াছি, বৃদ্ধা

বিষ্ণু মহেশ্বরাদি যে নিদ্রার শক্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই আমি সেই নিদ্রার হস্তে পতিত হইয়াছিলাম, পৃথিবী পাল আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন, রাজা বামদেবের সকরুণ বচনে আরো অধিক সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বামদেব, তুমি যুদ্ধ বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়াছ এইক্ষণে যদি তোমাকে কোনস্থলে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিতে অনুমতি করি তবে সাহসিক হইয়া যাইতে পারিবা কি না, মহারাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বামদেব যাত্রা করিতে উদ্যত হইল, এই সময়ে বস্ত্র পরিধান করিতে২ দেখিল বস্ত্রাঞ্চলে মাতার পত্র এবং রাজার অঙ্গুরীয়ক বদ্ধ রহিয়াছে ইহাতে বামদেবের আত্যন্তিক শঙ্কা হইল, সে বোধ করিল কোন ব্যক্তি মহারাজের অঙ্গুরী অপহরণ করিয়া ভূপালের নিকট অপদস্থ করণার্থ আমার বস্ত্রাঞ্চলে রাখিয়াছে এবং রাজাও বোধ করিবেন আমিই অপহরণ করিয়াছি, ইত্যাদি বিবিধ ভাবনায় মহাভীত হইয়া বামদেব অঙ্গুরী সহিত মহীপালের চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল তাহাতে রাজা কহিলেন,বামদেব, তুমি অঙ্গুরী দর্শনে ভয় প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছ কিন্তু আমি যথার্থ বলিতেছি ভীত হইবা না, তোমাকে এই অঙ্গুরী পরমেশ্বর দিয়াছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এই অঙ্গুরী তোমার মাতার নিকট প্রেরণ কর এবং তাঁহাকে লেখ এই অবধি তোমারদিগের দুই জনের প্রতিপালনের ভার আমি

গ্রহণ করিলাম, তুমি গুণবান হইয়াছ, যে রাজা গুণিগণের গুণের পুরস্কার প্রদান না করেন তাঁহার দেশে গুণাধিষ্ঠান হয় না, এই কথা বলিয়া রাজা বামদেবকে প্রবোধ দিলেন, হে ধরাপাল, রাজা হইতে গুণ, গুণ হইতে ধন মান পুণ্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জন্মে, এই পণ্ডিত বহু পরিশ্রমে বিদ্যো পার্জ্জন করিয়াছেন ইহাঁকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করুন তৎপরে ভোজনাথ যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া পণ্ডি তবরকে বিদায় করিলেন, হে রাজকিশোর, পণ্ডিতেরা কহিয়া ছেন“কল্পয়তি যেন বৃত্তিং যেনচ লোকে প্রশস্যতে সদ্ভিঃ স গুণ স্তেনচ গুণিনা সংরক্ষ্যঃ সম্বর্দ্ধনীয়শ্চ,, অর্থাৎ যে গুণদ্বারা বৃত্তি স্থাপন হয়, যে গুণদ্বারা সৎলোকেরা প্রশংসা করেন, সেই গুণই গুণ, গুণিলোকে সেই গুণ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিবেন।

এক সময়ে রাজপুত্র মলয়দেব সমীপোপবিষ্ট হইয়া হরিহরা চার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো, আপনকার কৃপাতে আমি অনেক বিষয় শ্রবণ করিয়াছি সম্প্রতি সদ্গুণের প্রশংসা শ্রবণে অভি লাষ হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করুন, অধ্যাপক শিষ্য বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমার, তুমি লোকতিলক হইবা যেহেতু সাংসারিক সুখে কালক্ষেপ করণের কারণকূট থাকিতেও তাহাতে অনিচ্ছু হইয়া নীতি জ্ঞান শ্রবণে সন্তোষেচ্ছা দেখাইতেছ এইক্ষণে

যাহা শ্রবণ করিতে চাহিলা তাহা বলি, আমার বাক্যে অবধান কর, সদ্গুণগণ মনুষ্যের বন্ধু স্বরূপ হয়, পণ্ডিতেরা কহেন যুব লোকদিগের প্রধান ভূষণ সদ্গুণ, তাহাতে ধন মান সুখ্যাতি পৃথিবীর প্রাধান্য ইত্যাদি সমুদায় আপনি আসিয়া পুরুষকে আশ্রয় করে অতএব ধনি মনুষ্যেরা আত্মীয়গণকে সদ্গুণানুষ্ঠা নের উপদেশ বলেন, সদ্গুণ সকল তাপিত লোকদিগের সন্তা পনাশক হয় এবং ব্যক্তিকে সর্ব্ব লোকের স্নেহ পাত্র করায়, হে রাজনন্দন, সংক্ষেপে কহিতেছি সদ্গুণশালি মনুষ্য আত্ম পর সকলকেই সকল সময়ে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন ইহার এক ইতিহাস বলি নৃপতিনন্দ মনোযোগ কর।

কর্ণাট রাজ্যে শিবদাস নামে এক সদাগর ছিলেন তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর সকল দ্বীপেতেই বাণিজ্য করিতেন, স্বপিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে শিবদাস অসংখ্য ধনের প্রভু হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিলেন ইহাতে স্বদে শীয় ধনিলোকেরা দেখিলেন সকল রাজ্যেতেই শিবদাসের বাণিজ্য চলিতেছে এবং তাহাতে অধিক লভ্য ও হইতেছে অতএব ঐ বাণিজ্যে লিপ্ত করণার্থ অনেক ব্যক্তি শিবদাসের হস্তে আপনারদিগের ধন সমর্পণ করিলেন তাহাতে এই প্রকার নিয়ম হইল বাণিজ্য কার্য্যে তাঁহারদিগের ধনেতে যে লভ্য হইবে ধনিরা তাহার অর্দ্ধাংশ পাইবেন অপরার্দ্ধ শিব

দাসের পারিশ্রমিক লভ্য থাকিবে, বিশেষ এই যে ক্ষতি হইলে মূলধন শিবদাস দিবেন, এই প্রকারে শিবদাস অন্য ধনে স্বীয়ধন পুষ্ট করিয়া আরো বিস্তীর্ণ রূপে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন কিন্তু এই সামারোহিক বাণিজ্যের শেষ রক্ষা হইল না, বহুমূল্য দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ যে সকল সাগরযান সাগর পর পারে প্রেরণ করিয়াছিলেন সময় দোষে তাহা পারাবারের উদরে প্রবেশ করিল অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে এককালীন সকল নৌকা ডুবিয়া গেল, শিবদাস ভাবিয়াছিলেন এই বারের বাণিজ্যেতেই পৃথিবীর অনেকাংশের ধন তাঁহার গৃহে আসিবে, সাগর যান প্রত্যাগমনের যে সময় নিশ্চিত ছিল তাহা নিকটস্থ হইল, দিন২ বৃহত্তরীসকলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহার আশার পরিশেষ করিলেন আগ মনের অপেক্ষিত সময় উত্তীর্ণ হইল তথাপি অর্ণব যান সকল ঘাটে আসিল না এজন্য শিবদাস আত্যন্তিক উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তাহার পরেই নানাদেশ হইতে বাণিজ্য বিষয়ের কু সম্বাদ আসিতে লাগিল ইহাতে দেশস্থ লোকেরা শুনিতে পাইলেন শিবদাসের বাণিজ্য নৌকা সকল সমুদ্র গ্রহণ করি য়াছেন অতএব যাঁহারা তাঁহার স্থানে অর্থ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়া স্ব২ ধন চাহিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে শিবদাস মহা বিপদে পড়িলেন, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সমুদায় সম্পত্তির বিপত্তি হইল, এই এক ভাবনা, দ্বিতীয় চিন্তা এই যে

কিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় বিশ্বাস পূর্ব্বক যাঁহারা অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা উত্তেজনা করিতেছেন ইহাতে নিরুপায় দেখিয়া শিবদাস স্ত্রীপুত্রাদির অলঙ্কারাদি যাহা ছিল তাবদ্বিক্রয় করিয়া কতক টাকা পরিশোধ করিলেন কিন্তু তাহাতে ঋণ পরিশেষ হইল না, অনেকের অর্থ প্রাপ্য রহিল তাহাতে উত্তমর্ণগণ অর্থাৎ মহাজনেরা প্রত্যক্ষ দেখিলেন শিবদাস সর্ব্বস্ব দিয়া নিঃস্ব হইয়াছেন তথাচ বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারদিগের অর্থের নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেন এবং রাজাও শিবদাসের প্রতি কুপিত হইলেন পরে রাজদূতেরা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শিবদাসকে রাজসমীপে নীত করে তাহাতে শিবদাস উত্তমর্ণ সকলকে ও মহারাজকে বিবিধ প্রকারে আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কিন্তু রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া শিবদাসকে কারাবদ্ধ করিলেন, এইরূপে শিবদাস কারারুদ্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশে পতিত হইলেন, তাঁহার কারামোচনের কোন উপায় ছিলনা, সময়ে যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারদিগের নিকট বিস্তর বিনয় করিয়া উদ্ধার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেন না এইরূপে কয়েক বৎসর গেল তাহার পরে শিবদাসের শিবসেবক নামক এক বালক তাহার মাতার নিকট পিতার দুঃখের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত খেদিত হইল, ঐ শিশুর বয়স দশবৎসরের অধিক হয় নাই কিন্তু ইহার মধ্যেই

সুশিক্ষিত শিক্ষক সমীপে শিক্ষা করিয়া সদ্গুণ ভাজন হই য়াছে, শিবসেবক চিন্তা করিল, যে সন্তান পিতামাতার দুঃখ মোচনার্থ চেষ্টা না করে তাহার জীবন মিথ্যা, আমার পিতা কারারুদ্ধ রহিয়াছেন কয়েকটী দুগ্ধপোষ্য সন্তান প্রতিপালন জন্য জননী দুঃখ পাইতেছেন এই বিপদকালে যদি আমি পিতার পরিত্রাণের চেষ্টা না করি তবে আমা হইতে সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা হইবেক অতএব যে রূপে হয় পিতাকে উদ্ধার করিব, শিবসেবক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজার নিকট গমন করিল এবং রাজসভা সমীপস্থ হইয়া দেখিল মহারাজ পণ্ডিতগণ সহিত সদালাপ করিতেছেন এই সময়ে গলবাসা হইয়া রোদন করিতে২ ভূপতির পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক পতিত হইয়া রহিল তাহাতে শিবসেবকের নয়নজলে ভূপালের চরণ যুগল ভাসিতে লাগিল পরে মহারাজ সকরুণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অরে বালক, তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ, আমা হইতে যদ্যপি তোমার শোক শান্তির উপায় হয় তবে প্রকাশ করিয়া বল, আমি শোক নিবারণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিব, শিবসেবক রাজবাক্য শ্রবণে বস্ত্রাঞ্চলে ভূপতির পাদমা র্জ্জন পূর্ব্বক সজল নয়নে নিবেদন করিল, হে করুণাময় ভূপতে, আমার পিতা শিবদাস নামক বণিককে আপনি কারারুদ্ধ করি য়াছেন আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যে ঐশ্বর্য্য ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, মাতা ভিক্ষা করিয়া আমারদিগকে প্রতি

পালন করেন আমরা আট ভ্রাতা এবং জননী, একের ভিক্ষাতে নয়জনের প্রাণ রক্ষা হয় না, পিতার উপার্জ্জন আমারদিগের উপজীব্য ছিল সেই উপজীব্যের ব্যাঘাত হইয়াছে অতএব নৃপতি নিকট আমি প্রার্থনা করি পিতার পরিবর্ত্তে আমাকে কারারুদ্ধ রাখুন, পিতা কোন প্রকারে পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিয়া ক্রমে২ ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং তাহার উপার্জ্জনে আহার প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিনী জননী ও শিশু ভ্রাতাগণ রক্ষা পাইবেন, বালকের ইত্যাদি বিনয় শ্রবণে রাজার করুণা হইল এবং তৎক্ষণাৎ শিবদাসকে কারামুক্ত করিয়া কহিলেন, অরে কুমার, তোমার শরীরে সদ্‌গুণ বর্ত্তিয়াছে আমি তোমাকে দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি, পিতাকে সঙ্গে করিয়া মাতার নিকট গমন কর, এই সকল সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিনী জননী তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এই কথা বলিয়া রাজা তাহারদিগকে দুই সহস্র সুবর্ণ দিয়া বিদায় করিলেন, হেরাজকুমার, এই কারণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন "বরমেকো গুণীপুত্রো নচ মূর্খ শতৈরপি। একচন্দ্র স্তমো হন্তি নচ তারা গণৈরপি,, গুণাধার এক পুত্র বরং সুখকর। মূর্খ তম শত পুত্র নহে মনো হর ৷৷ একাকী নাশেন চন্দ্র সব অন্ধকারে। লক্ষ২ তারা তমো নাশিতে না পারে ৷৷

এক দিবস রাজকুমার, স্বকীয় শিক্ষা গুরুকে কহিলেন, হে আচার্য্য, আপনকার অনুকম্পায় অনেক শ্রবণ করিলাম এইক্ষণে

সাহসের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলে চরিতার্থ হই তাহাতে অধ্যাপক প্রিয় শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে রাজ কিশোর, যুক্তি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে সাহস পদার্থ জীবদিগের সৌভাগ্যাদির প্রধান সহকারী স্বরূপ হয় যেহেতুক লক্ষ্মী পরীক্ষা করিয়া সাহসিক জীবকেই আশ্রয় করেন অর্থাৎ সাহসিক জীবগণ ধনবান হয়েন তাহাতে সর্ব্ব মান্য ধন্যাস্পদ হইয়া অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় ও সমূহ জীবকে প্রতিপালন করিতে পারেন, পরমেশ্বর সাহসকে বুদ্ধিজীবি জীব সকলের ধনোপার্জনাদির সহায় করিয়া দিয়াছেন, সুবুদ্ধি লোকেরা সাহসকে সহায় করিয়া বিবিধ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন, যেমন বায়ু সহকারে অগ্নি পৃথিবী দাহ করিতে পারেন সেই রূপ, এবং বহুদর্শি লোকেরা যেমন বিদ্যাকে মহারত্ন স্বরূপ বলিয়া থাকেন সেইরূপ সাহসকেও মহাধন বলা যায় কেননা বিদ্যাকে তস্করাদি অপহরণ করিতে পারেনা এবং বিদ্যা অংশ যোগ্য নহেন অথচ স্বদেশ বিদেশে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করেন এই সকল কারণে মহাকবি প্রণীত গ্রন্থে মহাধনত্ব রূপে বিদ্যার বর্ণন করা হইয়াছে কিন্তু উক্ত কারণ সকলকে সাহসের সহিত সংযুক্ত করিলে সাহকেও মহারত্ন বলিতে হয় যেহেতু সাহসও ব্যক্তিসকলকে স্বদেশ বিদেশে প্রতিপালন করে এবং তস্করেরা সাহসকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি বিবেচনায় সাহসও মহারত্ন স্বরূপ হয়,

হে ভূপাল নন্দন, সাহসের প্রশংসা বিষয়ে আমি এক উদাহরণ বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা কর।

অমর সিংহ ও সমর সিংহ নামে দুই ব্যাধ ছিল তাহারা প্রতিদিন কানন মধ্যে মৃগয়া করিত, এক দিবস ব্যাধদ্বয় মৃগয়া ভ্রমণে অতিশ্রান্ত হইয়া জলপানার্থ এক কূপ সমীপস্থ হইল, সেই সময়ে মহাবল এক সিংহও তৃষ্ণাব্যাকুল হইয়া সেই কূপ সমীপে আসিল তখন মানব সিংহেরা জলপানের অনুষ্ঠান করিতেছিল এই সময়ে সিংহকে দেখিয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল কিন্তু সিংহ বলবান বটে তথাচ কূপ হইতে জলাহরণে সমর্থ নহে অতএব ব্যাধদ্বয়কে অভিপ্রেত জ্ঞাপন জন্য বার ম্বার কূপ কূল হইতে বৃক্ষমূল পর্য্যন্ত গতায়াত করিতে লাগিল কিঞ্চিৎকাল এইরূপ করিলে সমর সিংহ কহিল সিংহ যদিও পশুরাজা হউক তথাচ হিংসুকজাতি বটে ইহার প্রতি সহসা বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু জলপানার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, জীব জীবন জীবন বিনা কোন জীব রক্ষা পায় না, এই পশু যেরূপ কাতর হইয়াছে ইহাতে জীবন সংশয়, আমরা ইহা জানিয়াও যদি জীবন দান দ্বারা ইহার উপকার না করি তবে পরমেশ্বর কুপিত হইবেন, এইক্ষণে কি করা যায়, সিংহ হিংস্রক হইলেও রাজা বটে মহতের উপকার করিলে তাহাতে প্রায় বিপদ হয় না অতএব জলদানদ্বারা ইহাকে তৃপ্ত করণাবশ্যক হইয়াছে এই কথা বলিয়া সমর সিংহ বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিল ইহাতে

অমর সিংহ শত২ বার নিষেধ করিয়াছিল তাহা না শুনিয়া সিংহকে জল তুলিয়া দিল, তাহাতে সিংহ তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল এই মনুষ্য আমাকে রক্ষা করিল আমি যদি প্রত্যুপকার না করি তবে ধর্ম্মে পতিত হইব, মনুষ্যমাত্রই ধনাভিলাষী, ধন পাইলেই সন্তুষ্ট হয় অতএব ইহাকে ধনদান দ্বারাই সন্তুষ্ট করিব, এই স্থির করিয়া সিংহ এক বার দূরে গমন করে পুনর্ব্বার সমর সিংহের সাক্ষাতে আইসে, ইহার তাৎপর্য্য এইযে ইঙ্গিত করিয়া সমর সিংহকে জানাইল সমর সিংহ তাহার সঙ্গে২ গমন করে, পরে সমর সিংহ সিংহের ইঙ্গিত বুঝিয়া সাহস পূর্ব্বক সঙ্গে২ গমন করিল অনন্তর কতক দূরে গমন করিয়া সিংহ এক সুড়ঙ্গের মুখাচ্ছাদক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড উঠাইয়া সমর সিংহের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে সমর সিংহ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেখিল অধোভাগে মানব শূন্য মনোহর অট্টালিকায় সুশোভিত এক পুরী মধ্যে মধ্য প্রকোষ্ঠে নানা প্রকার মণির আলোক উজ্জ্বল হইতেছে এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ সিংহাসনে স্বর্ণময় এক২ প্রতিমূর্ত্তি কহিয়াছে এবং আরো দেখিল প্রত্যেক সিংহাসন সন্নিধানে দীর্ঘ প্রস্থে বিংশতি হস্তপরিমিত এক২ খাত পরিপূর্ণ মণিমুক্তা স্বর্ণ রোপ্যাদি প্রকাশ পাইতেছে, এই সকল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া নির্দ্ধনব্যাধ সমর সিংহ কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইল তাহা বর্ণন সাধ্য নহে, পরে সিংহাসন সমীপে প্রস্তরোপরি সুবর্ণ

সমর সিংহ ক্ষিপ্ত হইয়া এক সিংহের সঙ্গে কানন প্রবেশ করিয়াছে, এই কথা শ্রবণে সমর সিংহের আত্মীয় বর্গ ব্যাকুল হইয়া ঐ পর্ব্বতের নানাস্থানে সন্ধান করিতেছিল এই সময়ে সমর সিংহের সঙ্গে তাহারদিগের সাক্ষাৎ হইল এবং সকলে মিলিয়া সেই ধন ক্রমে২ আনয়ন করিল, হে ভূপতি পুত্র, সাহস অতি অসাধারণ গুণ, সাহসে কি না হয়, শাস্ত্রে লিখিয়াছেন সাহসিক মনুষ্যকে লক্ষ্মী আশ্রয় করেন তাহা অমূলক নহে তাহার প্রমাণ দেখুন, এক সঙ্গে গমন করিয়া সমর সিংহ সাহস গুণে অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইল, আর অমর সিংহ

শ্রেণীতে লেখা দেখিল কোন সাহসিক রাজা এই ধন সঞ্চয় করিয়া মরণ কালে বলিয়া গিয়াছেন সাহসিক ব্যক্তিরা ইহা সম্ভোগ করিতে পারিবেন, সমর সিংহ এই লেখা পাঠ করিয়া ভাবিল এ অতুল সম্পত্তি তাহার ভোগ যোগ্য বটে কিন্তু কি প্রকারে আনয়ন করিবে ইহা চিন্তা করিতে২ পুনশ্চ উপরে আসিয়া দেখিল সিংহ সুড়ঙ্গমুখে রহিয়াছে অতএব সমর সিংহ তৎক্ষণাৎ গলবাসা হইয়া সিংহকে প্রণাম করিল তাহাতে কেশরী জানিতে পারিল সমর সিংহ সন্তুষ্ট হইয়াছে অতএব সে কানন মধ্যে প্রস্থান করিল, সিংহের সঙ্গে গমন করিয়া সমর সিংহের এই ঐশ্বর্য্য ঘটনা হইতেছে এমত কালে অমর সিংহ বাটীতে গিয়া সমরের পরিবার সকলকে কহিল

সঙ্গী হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিয়া অংশী হইতে পারিল না অতএব সাহস অতি প্রধান গুণ, এই কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ। বিক্রমার্জ্জিত রাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা„ অর্থাৎ মৃগেরা সিংহের সংস্কার এবং অভিষেকও করেনা তথাচ স্বকীয় সাহসিক বিক্রমার্জ্জিত বনরাজ্যে সিংহ স্বয়ং মৃগেন্দ্র হয়।

এক সময়ে রাজকুমারের অধ্যাপক রাজপুত্রকে কহিলেন, হে রাজবালক, পরমেশ্বর তোমাকে অতি সুখে রাখিয়াছেন পৃথিবীপালেরা অনেকে জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত সংগ্রামাদি রূপ জীব নিষ্পীড়ন কার্য্যে প্রায় আবদ্ধ থাকেন কিন্তু তোমার পিতা তাহাতে বিরত হইয়া রাজ ধর্ম্মানুসারে সৎকর্ম্ম দ্বারাই কালক্ষেপ করিলেন, বিবেকজ্ঞান পারদর্শিরা কহেন মনুষ্যেরা সৎকর্ম্মে কালক্ষেপ করিবেন, অসৎকর্ম্মে মনঃপ্রবেশ করাইবেন না, মনুষ্যের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য সৎ অসৎ দুই ভিন্ন পদার্থ হইয়াছে সুবুদ্ধি মানবেরা বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অসৎভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদংশ গ্রহণ করেন, যাহারা এই নিয়ম বিস্মৃতি হইয়া অসদ্বিষয়ে যায় তাহারা লোক ধর্ম্ম উভয় ভ্রষ্ট হয় কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা এরূপ করেন না, ফলাদির বল্কলাদি ত্যাগ পূর্ব্বক সার গ্রহণের ন্যায় তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যের অসদংশ পরিত্যাগানন্তর সৎ

স্বরূপ সারাংশ ব্যবহার করেন তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরা সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোক ধর্ম্ম উভয় পক্ষেই ধন্যবাদ যোগ্য হইতেছেন, জগতের স্বভাব দৃষ্টিতেও অনুভব হয় পরমেশ্বর মনুষ্যের মনকে বস্তু তস্তু সৎপথাবলম্বী করিয়াছেন, প্রমাণ এই যে লোকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শিশুকালে সৎমাত্রই জানেন তৎকালে তাঁহারদিগের মন অসৎপথে যায় না, পিতামাতাদি অন্তরঙ্গেরাও যদি কোন অসঙ্গত কর্ম্ম করেন তথাচ বালক সকল অম্লান বদনে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয় যে হেতু কুকর্ম্ম গোপন করণ রূপ অসৎপথে শিশুকালে তাহারদিগের মনের গতি শক্তি হয় না সুতরাং যে পথ স্বাভাবিক হইয়াছে বালকদিগের মন তাহাকেই অবলম্বন করে এই সকল কারণে জ্ঞানিলোকেরা প্রসিদ্ধ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, সকল পাপের দমন কর্ত্তা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ দীপ্তিমান সৎপদার্থ যিনি হৃদয়ে বিরাজমান আছেন তাঁহার সহিত বিবাদ না হইলে অর্থাৎ তাঁহার অপ্রিয় যে অসৎকার্য্য তাহা না করিলে পাপ বিনাশার্থ তীর্থস্থান আশ্রয় করিতে হয় না ইহার তাৎপর্য্য এই যে সৎপথে স্থির থাকিয়া কার্য্য করিলে মানবদেহে পাপ আশ্রয় করিতে পারে না সুতরাং পাপভয় না থাকিলে তীর্থসেবাতেও প্রয়োজন নাই, হে নরপাল শিশো, উক্ত বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

হেমগিরি পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গোপরি জ্ঞানসিন্ধু নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন ঐ তপস্বির আশ্চর্য্য শক্তি ছিল জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম তাবৎ বলিতে পারিতেন, এক দিবস মালব দেশীয় চাক্রেশ্বর হেমশৃঙ্গ পর্ব্বতে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া ছিলেন তাহাতে মৃগান্বেষণে বন ভ্রমণ প্রসঙ্গে শৈলশৃঙ্গো পরি তাপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে রাজা প্রণাম করিয়া বহু তর বিনয় বচনে তাঁহার স্থানে কোন প্রার্থনা করিলেন তাহাতে সন্ন্যাসী হাস্য বদনে কহিলেন, হে নৃপতে, আমি পরমেশ্বর দত্ত শক্তি প্রাপ্ত হই নাই তদ্দারা তোমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে পারি, আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে যদি অভি লাষ হয় তবে তোমাকে শিক্ষা দান করিতে প্রস্তুত আছি, সন্ন্যাসির সারল্য স্বভাব দর্শন ও জ্ঞানোক্তি শ্রবণে রাজা অতি নম্র হইয়া কহিলেন, হে গুরো, আমি রাজ্যশাসন বিষয়ে অজ্ঞান আছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দান করুন, তাহাতে জ্ঞানসিন্ধু ঐ রাজার মানস জানিয়া তাঁহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দান করিলেন এবং যে২ নিয়মা নুসারে প্রজাপালন রাজ্য শাসনাদি করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা সকল রাজাকে লিখিয়া দিলেন তাহাতে সন্ন্যাসির নিটক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজার মন অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইল এবং তৎসময়ে জানিতে পারি লেন পর্ব্বে নানা প্রকার অসৎকর্ম্ম করিয়া সমূহ পাপাধার

হইয়াছেন, অতএব গুরুকে পুনঃ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো, আমি যে অশেষ পাপ করিয়াছি তাহা মোচনের উপায় কি, তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, প্রিয় শিষ্য, আমি তোমাকে যে২ উপদেশ দিলাম এই অনুসারে রাজ্যশাসন করিয়া নিরন্তর পরমেশ্বর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবা তাহাতে ভক্তবৎসল দণ্ডকর্ত্তা কৃপা করিয়া তোমার অজ্ঞানকৃত পাপের দণ্ড ক্ষমা করিবেন, নৃপতি এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন এবং সন্ন্যাসী তাঁহাকে রাজ্যশাসনের যে সকল বিধি প্রদান করিয়াছিলেন কেবল তাহাতেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন ঐ রাজা পূর্ব্বে অতি দুর্দ্দান্ত ছিলেন তাঁহার নির্দ্দয় শাসনে প্রজা সকল নিত্যই বিরক্ত থাকিতেন, পরে সন্ন্যাসির নিকট সৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যখন সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন তখন দেশীয় লোক সকলের চমৎকার জ্ঞান হইল এবং যে সকল প্রজারা ঐ মহীপতির অখ্যাতি ব্যক্ত করিতেন তাঁহারাই সন্তুষ্ট হইয়া ধরণীনাথের সুখ্যাতি ঘোষণা করিলেন, এই প্রকার যশো ঘোষণাতে রাজার আত্যন্তিক সুখ্যাতি প্রকাশ হইল তাহাতে চতুর্দ্দিগবাসি যে সকল রাজারা নির্দ্দয়তারূপে প্রজা শাসন করিতেন তাঁহারদিগের অধিকারস্থ প্রজারা উক্ত রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিলেন, অন্যান্য রাজাগণ যুদ্ধ জয়ী হইয়া অধিকার বৃদ্ধি করেন, মালব দেশীয় নৃপতির অধি

কার বৃদ্ধি করণার্থে যুদ্ধাদির উদ্যোগও করিতে হইল না, প্রজাসকল বিনা যুদ্ধে মালব দেশীয় রাজার শরণাগত হইলেন, এইরূপে মালব মহীপাল এক ছত্রধারী শাসনকারী হইয়া ছিলেন এবং রাজা আসমুদ্র কর গ্রাহী হইলেন তথাপি ঐশ্বর্য্য মদমত্ত হইয়া কস্মিন্‌কালে অসদ্ব্যবহার করেন নাই, সন্ন্যাসির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে কেবল সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতেন এবং নিত্যই মনে থাকিত পূর্ব্বে যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন কিরূপে সে পাপখণ্ডন হইবে, তাঁহার এই প্রকার সদ্ব্যবহার ও চিত্ত শুদ্ধি দেখিয়া পরমেশ্বর ঐ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বহুকাল শাসনের পর নৃপতি যখন প্রাণত্যাগ করেন তাহার পূর্ব্বক্ষণে এই আকাশ বাণী হইল "হে সৎস্বভাব নৃপতে„ তুমি যে পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া পৃথিবীর সহিত সদ্ব্যবহার দেখাইয়াছ তজ্জন্য পরমে শ্বর তোমার পূর্ব্বকৃত পাপ খণ্ডন করিলেন, এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে পৃথিবীস্থ লোকদিগের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল এবং তদ বধি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা এই বিশ্বাস করিলেন সৎকর্ম্মেতেই পরমেশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন আর সর্ব্বলোক সৎকর্ম্মকারির শরণা গত হয়েন, হে প্রিয় রাজনন্দন মলয়দেব, যাহাতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট থাকিয়া ব্যক্তিকে পারিতোষিক প্রদান করেন এমত সৎকর্ম্মাপেক্ষা গুরুতর কর্ম্ম অন্য কি আছে, এই কারণ পণ্ডি তেরা কহিয়াছেন "অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখা

বহঃ। বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তি রমন্তে তত্র সম্পদঃ „ অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্রবণে অপ্রিয় অথচ হিতকর যে বাক্য তাহা পরিণামে সুখের হেতু হয়, বক্তা এবং শ্রোতা যে খানে আছেন সম্পদ সকল সেই খানে ক্রীড়া করে।

এক সময়ে মায়াবল নামক নিশাচর গগণমণ্ডলে দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিত জনতা মধ্যে অধ্যাসীন রাজা বিজয় সিংহকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মহীপাল, আমি মানবচক্ষের অলক্ষ মায়াবল নামা রাক্ষস, তোমার সাক্ষাতে আকাশ পথে অবস্থান করিয়া বলিতেছি অম্বরবর্ত্মে দেশগিরি অর্ণব তীর্থ্যাদি ভ্রমণ কালীন সর্ব্বত্র শুনিলাম তোমার সভায় মার্জিতবিদ্য পণ্ডিত গণ বিরাজ করেন এই নিমিত্ত রাজসভ্য পণ্ডিত বর্গকে এক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, রাজপণ্ডিতেরা যদি আমার জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য বলিতে পারেন তবে তোমার দেশের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল স্বর্ণ বৃষ্টি করিব আর যদি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অক্ষম হয়েন তবে পণ্ডিত গণের মুণ্ডোপরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থিত হইব, আমার প্রশ্ন এই যে, সিন্ধু বিন্দুর ও বিন্দু সিন্ধুর সমান হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি, এইক্ষণে তোমার সভাস্থ বিপশ্চিত্ সকলে উত্তর করুন, রাজা এবং পণ্ডিতেরা নিশাচরের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা সম্বলিত জিজ্ঞাস্য শ্রবণে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগি

লেন যদি সম্ভ্রান্ত রাজসভা হইতে রাক্ষস বাক্যের উত্তর হয় তবে রাজ্যে স্বর্ণ বৃষ্টি হইবে ইহা তুষ্টির বিষয় বটে কিন্তু রাক্ষসের অভিলাষানুযায়ি সিদ্ধান্ত না হইলেই বিপদ্, বরং পণ্ডিত গণের প্রাণ বিয়োগ সম্ভাবনা, যামিনীচরকে নিরুত্তর করণের উপায় কি, এইরূপ চিন্তাকালে মহামহোপাধ্যায় কল্যাণোপাধ্যায় রাজাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, হে রাজন্, কি জন্য চিন্তা করিতেছেন, আর সভাস্থ পণ্ডিত বর্গই বা কি কারণ ভয়ে ব্যাকুল হইলেন, পণ্ডিতেরা যাঁহার কৃপায় সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি সূক্ষ্ম২ পদার্থের বিস্তারিত বিচার করিতে পারেন সেই বাগ্দেবী জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, রাক্ষসের এক সামান্য জিজ্ঞাস্যের উত্তর করণে কা শঙ্কা, আমি উত্তর করিতেছি নিশাচর শ্রবণ করুক, হে পৃথিবী নাথ, মায়াবল যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে আমি তাহার তাৎপর্য্য এই কহি সজ্জন দুর্জ্জনের উপকার করণ, যেহেতু সজ্জনেরা বিন্দুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহা সিন্ধু সমান বর্ণন করেন কিন্তু দুর্জ্জনেরা সাগর তুল্য উপকারকেও বিন্দু তুল্য কহে, অতএব দয়াশীল মনুষ্যেরা সাধু লোকের উপকার করিবেন, খলের উপকার করিবেন না, খলেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকে এমত নহে সজ্জনকৃত সাহায্যে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উপকারির অনুপকার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়, এবং সুযোগ পাইলেই উপকারিকে ঘোর বিপদে পতিত করে, হে রাজ

বিজয়, ইহার এক উদাহরণ বলি আপনি মনোযোগ করুন, অনুমান করি এই উদাহরণে মায়াবল বিপুল সন্তুষ্ট হইবে।

লোধন দেশে ক্ষেত্রপতি নামে এক পণ্ডিত ছিলেন এবং ভদ্র কারু নামে এক বণিক ও সেই গ্রামে বসতি করিত, ভদ্র কারু তাহার পিতার অনেক ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু আত্ম মূর্খত্বদোষে পৈত্রিক বিষয় বিনষ্ট করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রা দিকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিতেও কাতর হইল, এ কারণ তাহারদিগকে কুটুম্ব গৃহে রাখিয়া স্বয়ং মলিন বেশে দেশে২ ভিক্ষা করিতে লাগিল, ক্ষেত্রপাল ভট্টাচার্য্য সুপণ্ডিত ছিলেন লোধন দেশীয় রাজা তাহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিয়া সচ্চরিত্র জানিয়া রাজকন্যাকে শিক্ষা দানার্থ তাহাঁকে নিযুক্ত করিলেন ঐ পণ্ডিত প্রতি দিবস অতি মনোযোগ পূর্ব্বক রাজ তনয়াকে শিক্ষা দান করিতেন তাহাতে মহারাজ দিন২ স্বীয় কন্যার বিদ্যোন্নতি দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজকুমারীও পণ্ডিতকে অত্যন্ত স্নেহ গৌরব করেন এইরূপে উভয়ের স্নেহেতে দিন২ ব্রাহ্মণের ধন গৌরব হইতে লাগিল, ভদ্রকারু ক্ষেত্রপালের উন্নতি দেখিয়া এক দিবস লক্তক অর্থাৎ লেক্‌ড়া পরিধান করিয়া অতি দীনভাবে সমাগত হইয়া কহিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমি আপনকার প্রতিবাসি ভদ্র সন্তান, আমার পিতার বিভব সম্ভ্রমাদি আপনি সকলি জানেন এখন দৈন্য দশায় অন্নাভাবে দুঃখ পাইতেছি মহাশয় কৃপা করিয়া এ দীনকে রক্ষা করুন, এই প্রকার কাকূক্তি

দ্বারা দীনদশা শ্রবণ করিয়া আশুতোষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ক্ষেত্র পালের প্রতি কৃপা করিলেন এবং কহিলেন ভদ্রকারু, তুমি নানাস্থানে ভিক্ষা করিয়া দুঃখ পাইতেছ এইক্ষণে অন্যত্র ভিক্ষাটনে প্রয়োজন নাই, আমার বাসস্থানে থাকিয়া সাংসারিক আয় ব্যয় লিখন পঠন কর, নিত্য ব্যয়ের বাজার হাট ইত্যাদি তুমিই করিবা, ইহাতে আমার সংসারে অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হইবা এবং মাসিক নিয়মে পঞ্চমুদ্রা পারিশ্রমিক দিব, তণ্ডুল ভিক্ষার্থি বণিক এই কথা শ্রবণে তৎকালীন মহাহৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্যে নিযুক্ত হইল এইরূপে কিয়ৎকাল গতে ভদ্রকারু ঐ ব্রাহ্মণ প্রসাদে বলবান হইয়া অপবাদানুসন্ধান করিতে লাগিল, মধ্যে২ ক্ষেত্রপালের সহিত গমনাগমনে রাজসন্নিধানেও প্রতিপন্ন হইয়াছিল, রাজা ক্ষেত্রপালের ভৃত্য বলিয়া তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন কিন্তু প্রতি দিবস ব্রাহ্মণের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষাতে অস্থির হইল, ভট্টাচার্য্যের অন্নদাস তথাচ কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে প্রতিক্ষণ তাহাই অনুসন্ধান করে, এক দিবস ক্ষেত্র পালের বাটীতে কোন ব্যাপার ছিল তদুপলক্ষে ভট্টাচার্য্য রাজকন্যার আভরণাদি আনিয়া ব্রাহ্মণীকে দিয়াছেন, ব্যাপার পরে রাজকুমারীর ভূষণাদি প্রত্যর্পণ করিবেন, এই সূত্র ধরিয়া খলস্বভাব ভদ্রকারু মহারাজের নিকটে গিয়া সঙ্গোপনে কহিল, হে নৃপতে, আপনি ক্ষেত্রপালকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ আপনকার সহিত বিশ্বাসঘাতির ব্যবহার করিয়াছেন, রাজকন্যার সহিত ক্ষেত্রপালের গোপনীয় কুব্যবহার আমি প্রত্যক্ষ

দেখিয়াছি ইহাতে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রকারু, কি বলিস্, আমার ইহা বিশ্বাস হয় না,খল কহিল মহারাজের এই সারল্য স্বভাবেই সর্ব্বনাশ হইতেছে এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হানি কি, এই কেন দেখুন না রাজ কুমারী সকল আভরণ ক্ষেত্রপালকে দিয়াছেন ইহাপেক্ষা আর কি অধিক জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, পরোক্ষে দারদর্শন ঘটিত বিষয়ে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও ক্রোধ করেন, রাজ পুরুষ রাগান্ধ হইবেন বিচিত্র কি, তৎক্ষণাৎ মহারাজ রাজভৃত্যগণকে কহিলেন ক্ষেত্রপাল পণ্ডিত রাজবিরুদ্ধে কুকার্য্য করিয়াছে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার বাটী সমভূমি কর এবং তাবৎ সম্পত্তি রাজ ভাণ্ডারে রক্ষিত হউক, রাজাজ্ঞা শ্রবণে মন্ত্রিগণ ক্ষেত্রপালের তাবৎ বিষয় রাজকোষে আনিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন, হে নৃপতে, সিন্ধু বিন্দু সমান বিন্দু সিন্ধু সমান যাহা মায়াবল বলিয়াছে আমি তাহার তাৎপর্য্য এই কহিলাম,মন্ত্রী রাজএইক্ষণে মায়াবলকে জিজ্ঞাসা করুন,তৎপরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়াবল, তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর হইয়াছে কি না, রাক্ষস কহিল, হাঁ, হে ভূপতে, আপনকার সভায় সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজ করেন রাজসভ্য পণ্ডিত গণের উপর আমি সন্তুষ্ট হইলাম এইক্ষণে স্বীকৃত বিষয় সম্পূর্ণ করি, এই কথা বলিয়া বিজয় সিংহের অধিকৃত রাজ্যে এক ঘণ্টা স্বর্ণ বর্ষণ করিয়া নিকশাবংশ বিদায় হইল, হে রাজনন্দন, এই কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ,, ন শোভতে রাজসভাং বিনা গুণী তমন্তরেণাপি ন শোভতে চসা। যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশী

থিনী নিশীথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকরঃ ,, অর্থাৎ রাজসভা ব্যতিরেকে গুণিলোক শোভা পান না এবং গুণিব্যতিরেকেও রাজসভার শোভা হয় না, যেমন চন্দ্রহীনা রাত্রি শোভা পায় না তেমনি রাত্রি ব্যতিরেকেও চন্দ্রের শোভা হয় না।

এক সময়ে রহস্যে বাক্যালাপ কালীন্ হরিহরাচার্য্য রাজপুত্রকে কহিলেন, হে রাজকুমার, তোমার সাক্ষাতে নীতি শিক্ষা বিষয়ক নানা উপাখ্যান বলা হইয়াছে এইক্ষণে এক সামান্য নীতির কথা বলিতে মানস করি ইহাতে মনোযোগ কর, মনুষ্যের মধ্যে অনেকের এই স্বভাব দৃষ্ট হয় কোন্ বিষয় সিদ্ধি করিতে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা অপেক্ষা করে তাহার পরীক্ষা না করিয়া আরম্ভের পূর্ব্বেই উদ্যমভঙ্গ হয়েন কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা কহেন,, এরূপাশঙ্কায় কেহ চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন না। পরমেশ্বর জীব সকলকে যে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন বিষয় সাধনে সেই বুদ্ধিকে নিযুক্ত করিয়া চেষ্টা করিলেই উদ্দেশ্য বিষয় ক্রমে আয়ত্ত হয় এবং সাহস পূর্ব্বক যত্ন করিলে ক্ষুদ্র জীবেরাও গুরুতর বিষয় সকল সমাধা করিতে পারে, মনুষ্যের নিকট কীট পতঙ্গাদি যেরূপ সহজ বধ্য হয়, হস্তির নিকট মনুষ্যেরাও সেই রূপ বিনাশ যোগ্য তথাপি মনুষ্যেরা বুদ্ধি দ্বারা নানা কৌশল সৃষ্টি করিয়া মহাবল হস্তিদলকেও বদ্ধ করিতেছেন এবং ক্রমিক সাধনে অধীন করিয়া ক্ষুদ্র বুদ্ধি নীচ লোকেরাও হস্তিমস্তকোপরি আরোহণ করিতেছে অতএব একাগ্রচিত্ত হইয়া চেষ্টা করিলে মনুষ্যেরা প্রায় সকল

কার্য্যেতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা বিষয় দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত অগ্রেই চেষ্টার বাধক হয়েন তাঁহারাই আপনার দিগের অযোগ্যত্ব প্রকাশ করেন সুতরাং অযোগ্যত্ব প্রকাশ হইলে সেই সকল ব্যক্তিরা যে অন্যের নিকট শত২ বার পরাভব পাইবেন তাহা বিচিত্র কি, নীতিজ্ঞান পারজ্ঞেরা কহেন পিতা মাতাদি বন্ধুবর্গ যদি সন্তানাদির মঙ্গল প্রার্থনা রাখেন তবে তাঁহার দিগের উচিত হয় বালক সকলকে তরুণাবস্থায় এই শিক্ষা দান করেন তাহারা কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ভয় করিয়া উদ্যমভঙ্গ না হয়, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইলে প্রায় সকল কর্ম্ম ই সহজ,অল্পকাল বা দীর্ঘকাল যাহাতে হউক ফলত আরব্ধ কার্য্যে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি প্রায়িক বটে, হে রাজপুত্র,ইহার এক ইতিহাস বলি মনোযোগ পূর্ব্বকাবধারণ কর।

শত ক্রোশি নামক মহা প্রান্তর মধ্যে এক বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষি সকল বসতি করিত ঐ পক্ষি দল দিবাভাগে প্রান্তরে চরিয়া রাত্রিবাসার্থ সেই বটবৃক্ষোপরি বাসা করিয়াছিল এবং বৃক্ষ মূলে বহুকালাবধি মূষিকেরাও বসতি করে, তাহারাও দিবসে মাঠে ধান্য ক্ষেত্রে চরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছানাপোনার জন্য কিছু২ শস্যাদি লইয়া বৃক্ষবিবরে প্রবিষ্ট হয় এইরূপে মূষিক দল ও পক্ষি সকল বহুকালাবধি বৃক্ষশাখা মূল আশ্রয় করিয়া বাস করিতে ছিল,একালমধ্যে কেহ কাহার হিংসা করে নাই, কিন্তু পক্ষিজাতির মধ্যে কাক জাতি যেমন ধূর্ত্ত তেমনি লোভান্ধ,এক দিবস মূষিকশাবকসকল বটবিটপি মূলস্থলে চরিতেছিল তাহারদিগের টেপাটোপা শরী

রস্থ কোমলমাংস থল২করিতেছে তাহা দেখিয়া কাকের মনে ধুক ধুকুনী হইতে লাগিল,একবার উড়িয়া ইন্দুরছানার নিকটে যায় আবার সরিয়া বৈসে,ভয় লোভ দুই একত্র হইয়াছে,কি করে কিছুই স্থির পায় না,এই সময়ে ময়ূর উপরে থাকিয়া কহিল,হেদে বায়স্,তোমার এই অন্যায় লোভে আমারদিগের তাবতের প্রাণ সংহার হইবে,মূষিকেরা বৃক্ষবিবরে অবস্থান করে কিন্তু বৃক্ষাগ্রেও আরোহণ করিতে পারে, আমরা অণ্ডশাবক বাসায় রাখিয়া দূরে গমন করি তথাপি মূষিকসকল কোনকালে আমারদিগের সহিত বৈরাচরণ করে নাই তাহারা দীর্ঘকাল সন্ধি রাখিয়াছে,তুমি তাহা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ শেষ ইন্দুরের জ্বালায় বংশ রক্ষা ভার হইবেক, ময়ূর ইত্যাদি নানা প্রকার উপদেশ বাক্যে বায়সকে নিষেধ করিল কিন্তু লোভান্ধ কাক তাহা গ্রহণ করিলেক না, একটী মূষিক শাবককে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল তৎপরে নিয়মিত কালে মূষিকেরা স্ব২ বিবরে প্রবেশ করিয়া দেখে শাবকসকল অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং কেহ২ রোদন করিতেছে তাহাতে ইন্দুরদিগের জিজ্ঞাসায় বালকেরা ঐ দুঃখের বিবরণ জ্ঞাপন করিল, এই কথা শ্রবণে সকল মূষিক একত্র হইয়া রোদন করিতে লাগিল তাহাতে এক বৃদ্ধ ইন্দুর কহিল, অরে মূর্খ সকল, কেন রোদন করিতেছ, একটা ছানা গিয়াছে রোদন করিলে কি তাহাকে পাইবা, এইক্ষণে বোধ কর যেনএকটা গর্ত্ত নিপাত হইয়া গিয়াছে তাহার নিমিত্ত শোকে প্রয়োজন নাই কিন্তু পক্ষি গণের সহিত আমারদিগের যে সন্ধি বন্ধন ছিল নির্দ্দয় কাক তাহা ভঙ্গ করিল এইক্ষণে

পক্ষি বংশ ধ্বংস করণের উপায় চিন্তা কর, এ কাল পর্য্যন্ত পক্ষিরা মল মূত্রাদি দ্বারা আমার দিগের বাসস্থান অপবিত্র করিয়াছে তথাচ আমরা তাহার দিগের একটী অণ্ডও ভাঙ্গি নাই, কতবার পক্ষি ছানা গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছে তাহা উঠা ইয়া দিয়াছি, বিহঙ্গ সকল কৃতঘ্ন জাতি, যে বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া রক্ষা পায়, সেই শাখিশাখা ভঙ্গ করিয়া বাসা করে অতএব ইহার দিগের সহিত মিত্রতা অনুচিত, যাহা হউক, এইক্ষণে আমরা বৃদ্ধ কয়েক মূষিক বিবরে থাকিয়া অণ্ড শাবকাদি রক্ষা করি তোমরা দেশ দেশান্তরীয় পর্ব্বত গ্রাম ইত্যাদি সর্ব্বত্র গমন পূর্ব্বক বান্ধব সকলকে এই সমাচার বল তাঁহারা সকলে এই স্থানে আসিয়া পরামর্শ করুন এবং সকলে মিলিয়া বট বৃক্ষের শিকড় কাটিতে আরম্ভ করি ইহা হই লেই বৃক্ষ পড়িয়া যাইবেক এবং পক্ষিরাও সবংশে নির্ব্বংশ হইবেক, এই শতক্রোশি প্রান্তর মধ্যে আর বৃক্ষ নাই সুতরাং অবলম্বনাভাবে মরিতেই হইবেক, শোকাকুল মূষিকেরা বৃদ্ধ দিগের কথা শ্রবণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, বটেও তো হে, গতানুশূচনাতে কি হইবে, অকারণ সন্ধি ভঙ্গ করে যে শত্রু তাহার কুলনাশ না করিয়া রোদন করণে পুরুষার্থ কি, আমরা ক্ষুদ্র প্রাণি বটি কিন্তু পরমেশ্বর আমার দিগকে যে অস্ত্র দিয়াছেন তাহাতে পর্ব্বত ভেদ করিতে ক্ষমতা রাখি, এই বৃক্ষ মূল ছিন্ন ভিন্ন করণ আমার দিগের সহজ কর্ম্ম, দেশ দেশান্ত

রীয় বন্ধুবর্গকে শোক সংবাদ বলিয়া ফল কি, আমরাই লাগিয়া পড়িয়া যতকালে হয় এ কর্ম্ম শেষ করিয়া উঠিতে পারিব, এই বলিয়া মূষিকেরা বৃক্ষ জটা মূল কাটিতে লাগিল তাহাতে বহুকালে সিদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা ক্ষুদ্র জীবেরাও চেষ্টিত সিদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ বৃক্ষ পতিত হইলে মূষিকবর্গের অপার আনন্দ হইল উড্ডীয়ন শক্তিহীন পক্ষি শাবক সকল ভূমিতে পড়িয়া চিঁচিঁ করিতে লাগিল মূষিকেরা তাহার দিগকে মুখে করিয়া শুষিরে প্রবিষ্ট হইল এবং কহিল, অরে বিশ্বাসঘাতক পক্ষিসকল, এই দেখ্, তোদের বংশ বিনাশ করি, এই বলিয়া পতিত ডিম্বগুলিনকে দন্তাঘাতে চূর্ণায়মান করিয়া পক্ষি দিগের সাক্ষাতে নিক্ষেপ করিল কিন্তু এই ঘোর বিপৎ সময়ে পক্ষিরা মূষিক দিগের কিছুই করিতে পারিলেক না, তাহারা যখন মূষিক দিগকে ধরিতে যায় তখন মূষিকেরা বিবরে প্রবেশ করে এই রূপে ভ্রষ্টবাস বিনষ্টবংশ পক্ষি সকল সন্তানাদি শোকে এবং অবলম্বনাভাবে আপনারাও প্রাণ ত্যাগ করিল, হে নৃপনন্দন, এই কারণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন „ কোঽতি ভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং। কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃপরঃ প্রিয়বাদিনাং „ অর্থাৎ সমর্থদিগের অতিভার কি, আর বাণিজ্যকারি দিগের দূরদেশ কোথায়, এবং বিদ্বানগণের বিদেশ কোন্ দেশ, আর প্রিয়বাদি গণের পর কে।

সমাপ্তোয়ং দ্বিতীয় খণ্ডঃ।